THE MARTIN ENNALS AWARD
FOR HUMAN RIGHTS DEFENDERS

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জেনেভা, বুধবার, ২৩ এপ্রিল ২০১৪

মার্টিন এনালস্ এ্যাওয়ার্ড ২০১৪-এ তিন মানবাধিকার রক্ষাকর্মী চূড়ান্তভাবে মনোনীত

যে সকল মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মানবাধিকারের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্প্রদায় কর্তৃক (নীচের জুরি দেখুন) এই পুরস্কার তাঁদের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এই পুরস্কার দেয়ার উদ্দেশ্য তাঁদের কাজ তুলে ধরা এবং তাঁদের রক্ষা করা যাতে সেটি অধিকভাবে দৃশ্যমান হয়।

চাও সানলি (Cao Shunli) (চীন): ১৪ মার্চ আটকাবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর মানবাধিকার কাউন্সিলে অংশগ্রহণের জন্য একটি ফ্লাইটে উঠার কিছুক্ষণ আগে তিনি গুম হন। পরে চীনা কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র তাঁর আটক মাস স্বীকার করেন। তিনি নিরাপত্তা হেফাজতে চিকিৎসার অভাবে মারা যান। তাঁর স্বাস্থ্যগত সমস্যার বিষয়ে অবহিত থাকার পরও তাঁকে চিকিৎসা দিতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। ২০০৮ সাল থেকে তিনি তথ্য, বাক স্বাধীনতা এবং সমাবেশ করার স্বাধীনতার ওপর সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকেন। এই জন্য, তিনি "শ্রমের মাধ্যমে পুনরায় শিক্ষা' পদ্ধতির ওপর দুই বছরেরও বেশি সময় ব্যয় করেন এবং এই কারণে তাঁকে বারবার হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল। মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক উদাহরণ যাঁরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মেকানিজমের সঙ্গে কাজ করেন।

ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ফর হিউম্যান রাইটস এর মাইকেল ইনিচেন (Michael Ineichen) বলেন, "হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল ও এর প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র এখন তাঁর মৃত্যুর জন্য অবশ্যই একটি স্বাধীন তদন্তের প্রতি সমর্থন জানাবে এবং একজন অঙ্গীকারবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে নিন্দনীয় প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য চীনকে দায়বদ্ধ করবে।"

আদিলুর রহমান খান (বাংলাদেশ): ১৯৯০ সাল থেকে তিনি অবৈধ আটক, গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ মানবাধিকার বিষয়ক বিস্তৃত বিভিন্ন ইস্যুর ওপর কাজ করেছেন। তাঁর সংগঠন *অধিকার* বাংলাদেশের অন্যতম স্বাধীন এবং সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে বিদ্যমান। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালে ৬১ জনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য তিনি ফৌজদারি মামলার সম্মুখীন হয়েছেন। ২০১৩ সালের আগস্টে পুলিশ তাঁকে কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই আটক করে এবং তারা প্রথমে তাঁর আটকের কথা অস্বীকারও করে। তাঁর জীবন রক্ষার্থে তাৎক্ষণিক ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। বর্তমানে তাঁর সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এছাড়াও সরকার দলীয় সমর্থকদের মালিকানাধীন মিডিয়াগুলো আদিলুর এবং *অধিকার* এর বিরুদ্ধে অসত্য ও বানোয়াট তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করতে থাকে। *অধিকার* এর জন্য ধার্য দাতাদের তহবিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

জনাব আদিলুর রহমান খান বলেন, "(আমার মনোনয়নের.....) এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এবং আমার সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করবে, যাঁরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম করার লক্ষ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের জন্য স্বীকৃতির প্রতীক হিসেবে এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার পরিবারগুলোর দৃশ্যমানতা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।"

আলেজান্দ্রা আঞ্চিতা (Alejandra Ancheita) **(মেক্সিকো):** ProDESC এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক। ১৫ বছরের ধরে তিনি অভিবাসী, শ্রমকর্মী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমি ও শ্রম অধিকার রক্ষার পাশাপাশি বহুজাতিক মাইনিং এবং এনার্জি কোম্পানির সঙ্গে কাজ করেছেন। সহিংস হামলাসহ এই বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের তিনি রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। তিনি মেক্সিকান আদালতে বহুজাতিক কোম্পানির জন্য জবাবদিহিতা চাওয়ার একজন অন্যতম প্রবক্তা, যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকার বিবেচনায় নেয়া হয় না। মেক্সিকোতে হামলা, হুমকি, দুর্বৃত্তায়ন এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হত্যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। আলেজান্দ্রা এবং ProDESC গণমাধ্যমে মানহানিমূলক প্রচারণা, অফিস ভাঙচুরসহ নজরদারির মধ্যে রয়েছেন।

মিস আঞ্চিতা বলেন, "এই স্বীকৃতি মেক্সিকোতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার শিকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের, বিশেষ করে নারী মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আমি আশা করি এটি শুধুমাত্র আমার পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে না, বরং আমার দেশের সকল মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।"

পুরস্কারটি ৭ অক্টোবর জেনেভা শহর কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করা হবে।

মানবাধিকার আন্দোলনের প্রধান পুরস্কার: দি মার্টিন এনালস এ্যাওয়ার্ড ফর হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দশটি মানবাধিকার সংস্থার সমন্বয়ে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি অনন্য সহযোগিতা। নিম্নলিখিত এনজিওগুলো নিয়ে এর জুরি গঠিত:

- এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
- ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার্স
- হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
- ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টস
- হিউম্যান রাইটস ফার্স্ট
- ই ডব্লিউ ডি ই জামানি
- ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস
- ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ফর হিউম্যান রাইটস
- ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার
- হিউরিডকস

ভিডিওসহ ইলেক্ট্রনিক সংস্করন:

বিস্তারিত তথ্যের জন্য, যোগাযোগ করুন: মাইকেল খামবাট্টা +৪১ ৭৯ ৪৭৪ ৮২০৮
khambatta@martinennalsaward.org or visit *www.martinennalsaward.org*